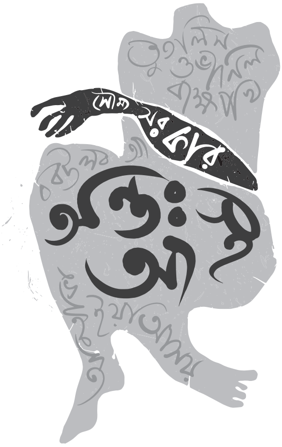
অন্তঃসত্বা

সৌম্য সরকার

অন্তঃস্থ
আ

KOBI PROKASHANI

অন্তঃস্থ আ
সৌম্য সরকার

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ : অমর একুশে বইমেলা ২০২৫

প্রকাশক
সজল আহমেদ
কবি প্রকাশনী ৮৫ কনকর্ড এম্পোরিয়াম মার্কেট
২৫৩-২৫৪ ড. কুদরত-ই-খুদা রোড কাঁটাবন ঢাকা ১২০৫

স্বত্ব
লেখক

প্রচ্ছদ
মোস্তাফিজ কারিগর

বর্ণবিন্যাস
মোবারক হোসেন

মুদ্রণ
কবি প্রেস
কবি প্রেস ৩৩/৩৪/৪ আজিমপুর রোড লালবাগ ঢাকা ১২১১

ভারতে পরিবেশক
অভিযান বুক ক্যাফে কথাপ্রকাশ ঢাকা বুকস বইবাংলা দে’জ পাবলিশিং বাতিঘর কলকাতা

মূল্য : ৫২৪ টাকা

ONTHOSTHO AA by Soumya Sarker Published by Kobi Prokashani 85 Concord Emporium Market 253-254 Dr. Kudrat-e-Khuda Road Katabon Dhaka 1205
First Edition: February 2025
Phone: 02-44617335 Cell: +88-01717217335 +88-01641863570 (bKash)
Price: 524 Taka RS: 524 US 30 $
E-mail: kobiprokashani@gmail.com Website: kobibd.com

ISBN: 978-984-99903-2-1

ঘরে বসে কবি প্রকাশনীর যেকোনো বই কিনতে ভিজিট করুন
www.kobibd.com or www.kanamachhi.com
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৬৪১-৮৬৩৫৭১
www.rokomari.com/kobipublisher
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৫১৯-৫২১৯৭১ হটলাইন ১৬২৯৭

যে সব মানুষ ও অ-মানুষদের জন্য
এখনও আমার প্রলাপ বর্তমান

শরীর থুইয়া যখনই মনের কথা তুলতে চাই
তখনই মনে পড়ে আরে মন বইলাই তো কিছু নাই

মনডাও একটা শরীর

অন্যান্য য়া-বই

গল্পগ্রন্থ
নো-না গল্প (কবি প্রকাশনী ২০১৫)
শো না র গল্প (কবি প্রকাশনী ২০১৮)
উপন্যাস
না না একদম না (কবি প্রকাশনী ২০২১)
কবিতা
ক্ষুধা আর তৃষ্ণা ধরে রাখো (লেখালেখি ২০১১)
নীল বিসর্গ নীল (কবি প্রকাশনী ২০১২)
বুদ্ধ বললেন, তবুও (কবি প্রকাশনী ২০১৩)
হতকাল (কবি প্রকাশনী ২০১৬)
অনুবাদ নাটক
দ্য ট্রায়াল অফ মাল্লাম ইলিয়া (অনুবাদ সংস্করণ ২০২২)
লাতিন আমেরিকার নির্বাচিত একাঙ্ক (কবি প্রকাশনী ২০২৩)
খুনিদের রাত (অনুবাদ ২০২৪)
ইয়ন ফসের তিন নাটক (কবি প্রকাশনী ২০২৪)
নাট্যরূপ (যৌথ)
ক্রাচের কর্নেল (কবি প্রকাশনী ২০১৭)
সম্পাদনা (যৌথ)
নির্বাচিত হাংরি কবিতা (কবি প্রকাশনী ২০২০)
নির্বাচিত হাংরি গল্প (কবি প্রকাশনী ২০২১)

সতর্কীকরণ বিজ্ঞপ্তি

দিনের বেলা হাতে নিয়ে রাখলে রেখে দিন এই আবর্জনা
যখন আপনার মন খুব ভালো [হতেই পারে, অনেকেরই হয়—এত সুখ সইব কেমন করে টাইপ] এ ছাই তখন হাতে নেবেন না
যখন মনে হবে আপনার মেমোরি ভোঁতা হয়ে যাচ্ছে, মানে আপনি কমফোরটাবলি numb হয়ে যাচ্ছেন, ভুলেও পড়বেন না এ ছাইপাঁশ
সংগীত আপনার জন্য কেবল ‘চিল’ করার মাল—ছুড়ে ফেলে দিন এ জঞ্জাল
সবকিছুর জন্য সময় আছে, কাঁদার জন্য নেই, তো এই হাবিজাবি আপনার জন্য নয়
*আপনি কষ্ট *পেতে* ভুলে গেছেন বা জানেন না তবে আপনি আমার বা আমার লেখার কেউ নন*

ছয় বারো উনিশ। রাত পাঁচ সাত

সে রাতেও আকাশে তারা ছিল। তার আগের রাতেও ছিল তারা। তারও আগের রাতে তারা তারা হয়ে ছিল। তারও বহুদিন আগের রাতে ছিল সব তারারা। সব সময় সব রাতে এরা থাকে। কোনো তারা জ্যোতির্বিজ্ঞানের বাইরে যেতে পারে না। ওদের ঘরে কোনো দুঃখ নাই তাই লজ্জা-শরমের মাথা খেয়ে ওরা শূন্যস্থান পূরণ করে আর নগ্ন হয়ে হাঁটে। কোন বালের শূন্যস্থান কে জানে। কোন স্থান শূন্য হয়ে আছে ওই জলদস্যুরা কীভাবে জানবে! ওদের দেখলে রাতের অন্ধকারে আমার শূন্যস্থান আরও বাড়া বড়ো হয়! আরও বড়ো হয়। আরও বড়ো হয়—

সাত বারো উনিশ। রাত দুই চার

'মাতৃভাষা' শব্দটা নির্দোষ নয়। 'পতাকা' যে ধারণার কাছে নিয়ে যায় তা আপনাকে-আমাকে-তাকে হিংসাত্মক করে ফেলে। শোকের রং কালো হতে পারে না। কালো পতাকা, কালো রাত, ব্ল্যাক লিস্ট, ব্ল্যাক মেইল, কালো আইন, কালো বাজার, কালো হাত ভেঙে দাও গুঁড়িয়ে দাও, কালো জাদু এসব রেইসিস্ট শব্দ। এর মধ্যে আছে ক্ষমতা আর শোষণ। পৃথিবীর অধিকাংশ গালি পুরুষের, এমনকি অধিকাংশ শব্দই পুরুষের। সভাপতিকে সভাপ্রধান বললে তিনি মানতে পারেন না। স্বামী একটি অগ্রহণযোগ্য শব্দ। কুত্তার বাচ্চা, শুয়রের বাচ্চা বললে কুত্তা ও শুয়রকে অপমান করা হয়। ধর্ষণ কোনো 'পাশবিক' কর্ম নয়—একান্তই 'মানবিক'—কোনো পশু ধর্ষণ করে না অন্য পশুকে, প্রপার কোর্টশিপ করে তারা যৌনতা করে। 'মানবিক' মানে কেবলই প্রেমমায়ামহব্বতদয়া কেন বুঝি আমরা মানুষেরা? পাখির কাছ থেকে আকাশে ওড়ার কৌশল শিখেছি বলে প্রচার, কিন্তু যৌনবিজ্ঞানটা শিখিনি বলে মনে হয়। 'বাঘের বাচ্চা' বললে গর্বে বুক ফোলে, 'গাধার বাচ্চা' বললে অপমানে পোড়ে গা। রাষ্ট্রপতি নারীই হোন, পুরুষই বা অন্য সেক্সের কেউ তিনি রাষ্ট্র*পতিই* থাকেন। 'সহধর্মিণী' আমরা কত সহজে ব্যবহার করি—না ভেবে যে এর কোনো পুং-বাচক শব্দ তো নেই-ই, ভিন্ন ধর্মীদের মধ্যে বা নাস্তিক মানুষদেরও বিয়ে-টিয়ে হয়ে থাকে। 'দায়িত্ব' শব্দ আমাদের দেয় কিছু কৃত্রিম প্রণোদনা। অথচ আমরা বলি—দায়িত্ব দায়িত্ব দায়িত্ব...

প্রতিষ্ঠান আমাদের এভাবে বলতে শেখায় তাই বলি। শব্দের মধ্যে শোষণ-চক্র যে থাকে তা লক্ষ না করেই বলি। কবিরা কাব্য করেন ক্ষমতাবানদের ভাষায়,

গদ্যকাররা গদ্য করেন ক্ষমতাবানদের ভাষায়। আমাদের বিদ্যালয়, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়, আমাদের পরিবার, আমাদের মিডিয়া আমাদের এভাবেই বলতে বলে, চলতে বলে। 'নৈতিকতা' খুব দুর্বলভাবে সংজ্ঞায়িত কি নয়? প্রবৃত্তি কি পিষ্ট নয়? প্রকাশ কি বাধাগ্রস্ত নয়? যা কিছু প্রচলিত তাতে আমরা অভ্যস্ত, যা কিছু প্রসিদ্ধ তার প্রতি আমরা বিশ্বস্ত। সবসময় নির্দেশের অপেক্ষায় থাকি আমরা, গডোর প্রতীক্ষায় থাকি আমরা। আর প্রতারণা করি নিজের সঙ্গে—নগ্ন নিজের সঙ্গে। প্রচারণা করি আত্মস্বার্থে। ব্যাপক আমাদের লোভ। চারদিক থেকে নিয়ন্ত্রণ নিয়ন্ত্রণ নিয়ন্ত্রণ এবং আমরা অভ্যস্ত হই নিয়ন্ত্রণে—এমনকি মোহিত হই...

ভাবছিলাম হাংরি জেনারেশনের লেখা ও লেখকদের নিয়ে। বাংলা ভাষার সবচেয়ে সংগঠিত সাহিত্য আন্দোলন—ভেঙেছে প্রচল। নির্ভুল তারাও নন—কিছু ক্ষেত্রে তারা 'পুরুষ লেখা' লিখেছেন, যৌনতার প্রশ্নে নারীকে প্রধান উপজীব্য করেছেন ভাষায়। নির্ভুল, শুদ্ধ লেখা তারা লিখতেও চাননি। ভয়হীন, দ্বিধাবিহীন, নির্মেদ এবং ভান-ছাড়া যে সত্য ও আত্মপ্রকাশ তাদের লেখায় তা আমাদের শিহরিত করে, সাহসী করে। সমস্ত প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে তাদের বিদ্রোহ। সবচেয়ে বড়ো প্রতিষ্ঠান ঈশ্বর। "ঈশ্বর হলো ক্ষমতার চূড়ান্ত চেহারা। তাই ঈশ্বর নামক কেন্দ্রটির বিলুপ্তি চেয়েছি আমরা।"—লিখছেন শৈলেশ্বর ঘোষ। এমনকি ভালোবাসা। "ভালোবাসার মধ্যে হিংসা লুকিয়ে আছে, এই বোধ ক্রমেই স্ফুট হচ্ছে। মানুষ নিজের স্বার্থ পূরণের জন্য 'ভালোবাসা' শব্দটা আবিষ্কার করেছে বলেই মনে হয় আজ। 'আমি মানুষকে ভালোবাসি'—এটা একটা অর্থ-শূন্য ছেঁদো কথা মাত্র।" অর্থাৎ আমরা সবসময় যেন কোনো এক কেন্দ্র খুঁজে বেড়াই আর ক্ষমতা সেই কেন্দ্র খোঁজার দালালিটা করে। "বস্তুসমূহের ষড়যন্ত্রময় অবস্থান" সত্যকে শিল্প হতে দেয় না বা শিল্পকে সত্য। আমাদের 'শিল্প' হয়ে উঠতে চায় বিজ্ঞান-অমনস্ক। আর হাংরিরা তাই শিল্পকেই অস্বীকার করেন: মানুষের হাতে বিকৃত হওয়া পৃথিবীর "বিকৃত মুখশ্রীকে সুশ্রী দেখাবার ছলনায় তৈরি হলো গল্প কবিতা ছবি—যাকে বলা হলো 'শিল্প'—এই শিল্প জিনিসটাকে আমরা বলেছি ভূষিমাল—এই তথাকথিত শিল্পকে ধ্বংস করেছে হাংরিরা।" লিখেছেন তারা এক নতুন ভাষায়—নুয়ে পড়া, নেতিয়ে পড়া, এলিয়ে পড়া, পিছলে পড়া, সামলে নেওয়া কোনো ভাষায় নয় বরং এক হামলে পড়া, কামড়ে দেওয়া প্রবল, তীক্ষ্ণ ভাষায়। কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ, নাটক, উপন্যাসিকা, অনুবাদ—সবগুলো ফর্মেই—ফর্ম ভেঙে—

ষোলো বারো উনিশ রাত ২:০৭

লিঙ্গ দণ্ড হয়ে
বাতাসের ভেতর ঢুকে যায়
ভেজা চপচপে বাতাসে যায় ঢুকে
আর একটু নাড়াচাড়া করতেই
সব ফিনকি দিয়ে বেরিয়ে পড়ে ভেজা বাতাসেই
আর আমি কেঁদে উঠি লজ্জায়, রাগে, হতাশায়
কোনোভাবেই আমার ঊরুতে এইসব স্পর্শ পেতে
চাই না তাই দুই হাত দিয়ে চেপে ধরি দ্রুততায়!
সেডেটিভ খেয়ে ঘুমালেও দুঃস্বপ্ন শিট
প্রেমহীন কোনো বীর্যপাত না হোক
এমন একটা মহান চিন্তার মেরুদণ্ডে
লটকে দিলে পতাকা
যৌন এবং মনোচিকিৎসক আমাকে থুতু ছেটাবেন
তাই আমি মিথ্যা বলার সিদ্ধান্তে দৃঢ় হলে
লিঙ্গের দণ্ডহীনতা আমাকে ঘৃণা করে
শরীর
যৌনতা আমাকে
ঘৃণা করে

পঁচিশ বারো উনিশ। রাত ২:১৪

নষ্ট হওয়ার এক কদম দূরে থেকে শুরু করি আমরা—দেড় কদম—দুই কদম—সাড়ে তিন কদম—আজও রাত শেষ হয়ে যায়—কয়েকবার ঘুমের কথা ভেবেছি—যাদের সাথে মৃত্যু ও যৌনতা নিয়ে কথা হতো—ও ঈশ্বর নিয়ে—শ্রেণিভেদ নিয়ে—তারা দূরে আছে—বহু বহু বহু কদম দূরে—আছে—কথা বলার দরকার হয় না—যৌনতা নিয়ে ভাবি—যৌনতা করার দরকার হয় না—বীর্যপাত ঘটানোর মতো দু-একটা কিছু জানা আছে—বীর্যপাতের পর আত্মকরুণা ও কান্না আসে—সকাল হলো—রোদ উঠল না—শীত কমছে না—বেহালায় নতুন তার অথচ বাজে না ভায়োলিন—বারবার টিউন পড়ে যায়—আর—বাজাতে ভয় করে—মানুষজন ঘুমিয়ে আছে রাত—আমার ভয় করে—সংগীতচর্চা সবার স্বাস্থ্যের জন্য ভালো না—সমস্ত জানালা কপাট বন্ধ তবু বিশেষ সরকারি ক্ষমতাবলে মশারা ঢুকেছে—এখন সাতসকালে ঝুলে যেতে চাচ্ছে দরজার ওপাশে ঠাণ্ডা কাপড়ের ওলানে—আমি মশা ঘোড়া পাতা ভেড়া সাইকেল এইসব নিয়ে বলতাম—কথা—পণ্ডিতের মতো—মূর্খের মতো—যাদের সাথে তারা দীর্ঘ কদম দূরে—নগ্ন—উলঙ্গ মানুষ দেখতে চোখও

এমনকি বন্ধ করতে হয় না—শীতে কেউ উলঙ্গ হোয়ো না অনুরোধ—কেউ না—তবু গরম নিঃশ্বাস পেয়ে আমরা এই শীতেও নেংটা অর্ধনেংটা হয়ে বসে থাকি—আমিও—একমাত্র মধ্যবিত্ত—আমরাও শ্রেণিশত্রু—আমাদেরও খতম করা হোক—ধন ও যৌনতার প্রশ্নে যারা শ্রেণিশত্রু—আমিও তাদের একজন—আমাদের ধ্বংস হোক—অথবা আমরা পুরোটা নষ্ট হই—

* * *

ধ্যান কোরে-কোরে আমি মনুষ্যত্ব বর্জনের সাধনা করি—অথচ প্রতি রাতে—প্রতি প্রায় রাতে অন্ধকারে আমি অন্ধকার হয়ে নিচে নেমে যাই—আমার অনেক কিছু পায়—শীত পায়—গরম পায়—হেমন্ত-বসন্ত-বর্ষা-শরৎ পায়—নাতিশীতোষ্ণতা পায়—ঠাণ্ডা পায়—সর্দি পায়—গলা ব্যথা মাথা ব্যথা নুনু ব্যথা পেট ব্যথা পা ব্যথা মন ব্যথা ইত্যাদি পায়—প্রেম পায়—প্রকৃতি পায়—নদী পায় বাতাস পায়—আগাপাশতলা মহামানুষ হতে গিয়ে আমি চুল থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত মানুষ হয়ে যাই—আরও আরও পায় আদর পায় বাৎসল্য-কামনা-বাসনা-লোভ-লালসা-হিংসা-জিঘাংসা-ঘৃণা-ডিকশনারির সব প্রায় শব্দ—এত শব্দ জানি আমি—পায়—বিসর্গচন্দ্রবিন্দুড্যাশকোলন—ক্ষুধা তৃষ্ণা তৃপ্তি অতৃপ্তি যুক্তি-অযুক্তি পায়—হস্তমৈথুন পায়—হাসি পায় হাঁস পায় মুরগি পায় ডিম পায় মাংস পায়—মনে পড়ে মাংসাশী আমি—পেচ্ছাপ পায়—অনিয়মিত-হাগু পায়—ব্যর্থ মানুষ হব না বলে আমি 'অমানুষ' হতে যাই—তবু এইসব পায়—চুমু পায় যৌনতা পায়—স্নান পায়—দুঃস্বপ্ন পায়—ঘুম পায় অসময়—হাঁটা পায়—দুর্বলতা শক্তি পায়—টেলিভিশন পায়—টেলিভিশন চালিয়ে ঘুমাই আমি—একা হতে ভয়—আমাকে একায় পায়—শূন্যতায় পায়—ভূতে পায়—ভৌগোলিক সীমায় পায়—তখন পাসপোর্টের মেয়াদহীনতার কথা মনে পায়—নেশায় পায়—নেশাদ্রব্য জোগাড় হয় না তবু পায় নৈতিকতা পায় অনৈতিকতা পায় নীতি দুর্নীতি পায় ইচ্ছা পায় রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে সমস্তকিছু এক লহমায় স্তব্ধ করে দিতে সমস্ত চলাঞ্চল সমস্ত যৌনতা সমস্ত প্রসব সমস্ত মৌলিক মননশীল সমস্ত কেতাবি সব—আমার ঘর পায়—আমার ঘরহীনতা পথ পায় সুর পায়—সুরা পায়—এক প্রত্যাখ্যাত পিতা এক প্রত্যাখ্যাত প্রেমিক আমি তবু মৃত্যু পায় অথচ অক্সিজেন পায়—কতদিন মানুষ থাকব জানি না চোখ চুল ঠোঁট মুখ হাত এসব পাওয়ার দিন শেষ কবে জানি না যে

দুই হাজার উনিশ-বিশ। রাত একটা উনিশ

সন্ধ্যা থেকেই আতশবাজি, হইচইবাজি, পটকাবাজি, ভোজবাজি—পুলিশের নিষেধাজ্ঞাকে না দেখিয়ে, কলা দেখিয়ে, নুনু দেখিয়ে। কেন নুনু দেখিয়ে—বলছি। পৃথিবীর সবচেয়ে দূষিত শহরে কয়েক ঘণ্টা ধরে উপর্যুপরি ও মুহুর্মুহু বাজি

পোড়ানো একটি অবশ্য-ক্রাইম—একে যারা উৎসব বলবে তাদের মেডিয়েভেল স্টাইলে চাবকানো উচিত—থার্টি ফার্স্ট মারাচ্ছে—বারোটা বাজার আগের পনেরো ও শেষের বিশ মিনিট ছিল কুত্তা-বিলাই টাইপের বৃষ্টির মতো এইসব বাজি পোড়ানো। পশ্চিমা শিভালরি দেখানো ছাড়া আর কিছু না। এখনও থেকে-থেকে—নুনুর রোখ পড়ছে না—বীর্য পতনের পরও। মনে হচ্ছে শুয়ে আছি ট্রেঞ্চে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের। বায়ু-দূষণ বাদে আছে ভয়ানক শব্দদূষণ। বয়স্ক-শিশু-অসুস্থ মানুষদের কথা চিন্তায় আনা উচিত। ছোটোবেলা আমি প্রচুর পটকা ফুটিয়েছি—তার জন্য ক্ষমা চাই।

* * *

আমার কাছে আলাদা কোরে বছর চইলে গেল, নতুন বছর আইসে গেল, কী-কী করা হইল, কী-কী কইরতে হইবে নতুন বছরে এইসবের কৃত্রিম ভেদ নেই। এসব আসে না আমার। সময়ের ধারণাই আরবিটারি। এই যে একটা 'কাল' প্রবাহমান অর্থাৎ আমরা জন্মাচ্ছি, বাড়ছি, মরছি—এটা তো বোধগম্য। অন্যান্য জীবজন্তুও তাই—মানুষসমেত। একটা পাথরও ক্ষয়ে-ক্ষয়ে মসৃণ ও ছোটো হচ্ছে, নদীর পার ভাঙছে, চর জাগছে, তুষার গলছে ইত্যাদি। এর অনেক কিছুকেই আর 'প্রাকৃতিক' বলা যায় না। মানুষ সবকিছুর মধ্যে নাক গলিয়ে, নিজের নাক কেটে প্রকৃতির নাকও কেটেছে যাত্রাও ভঙ্গ করেছে।

ছুটি খুলছে শেষে ক্লাস। বা। কাল ছুটি শেষে ক্লাস খুলছে। বা—

শরীরটা ভালো যাচ্ছে না। কেমন ভালো যাচ্ছে না জানি না।

মনটা...সে কথা তোলা রইল।
পৃথিবীর লোকজনের সাথে যোগ নেই বাহ্যিক।

চৌদ্দ এক দুই বিশ। রাত এক বিষ/শ

আমার সাথে বাবা কথা বলল ইংরেজিতে। দুঃস্বপ্নে। চোস্ত ইংরেজি। কথার—বা ইনফরমেশনের বিষয় মৃত্যু—টু বি প্রিমাইস—পিসির বা পিসিদের মৃত্যু—বাবার বোন পিসি, যারা না জানেন, না জানতেই পারেন। কেউ পিসি শব্দ বলে ফেললে, যেন কারেকশন করে বা অশ্ব মানে ঘোড়া বা ঘোড়া মানে অশ্ব ঢঙে বলে পিসি মানে ফুফু আমাদের এই মুসলমান প্রধান দেশে। আমার পাঁচ পিসির এক পিসিও মরেননি বাস্তবে। বাবা বোনেদের একদম ছোটো—আদরের দুলাল সেই অর্থে। স্বার্থক এমন নাম কজনের হয়! আমার তো হয়নি তাই।

...সেদিন সন্তান প্রডিউস করা নিয়ে হচ্ছিল কথা। জাহিদের আরেক সন্তান হচ্ছে—অ্যাক্সিডেন্টাল যদিও। তাই কারিগরের ওপর পারিবারিক প্রেসার যাতে সে আরেকখানা সন্তান প্রডিউস করাতে যথাযথ হেল্প করে। বেকায়দায় বেচারা প্রচ্ছদশিল্পী কাম লেখক। সে এখনও রাজি হয়নি। এদিকে পরামাণিকের গল্প—সেই গ্রামের যে গ্রামে এক দম্পতি ছেলের লোভে—নতুন নয় কাহিনি—পয়দা করেই যাচ্ছিল মেয়ে মেয়ে মেয়ে...। আটখানা করে শেষে ক্লান্ত আমরা ক্ষমা করো প্রভু বলে কয়ে মেয়ে বানানোয় খান্ত যেন দিলো তারা। আর অষ্টধাতুর নাম তারা দিয়ে ফেলে সমাপ্তি। মানে সাইনবোর্ড টাঙিয়ে দেয়—এই শেষ! তা বন্ধুগণ, প্রভুর মানে বিধাতার মাইর শেষ রাইতে আর রাত-শেষে আবার কর্ম করতে গিয়ে নবম নম্বরও বাধিয়ে বসে ওরা—এবং এবারও মেয়ে। আমি শালায় চুপ থাকতে আর পারলাম না—ফোড়ন কাটলাম: এবার কী নাম দিলো—‘পরিসমাপ্তি’?

আর ভানুর কৌতুক শুনিয়ে দিই। এক লোক গেছে পরামর্শ চাইতে—টিনের বাক্সে বারো টাকার বিনিময়ে। আমার প্রথম ছেলের নাম শ্রীপতি, তারপর ভূপতি, তারপর নৃপতি, তারপর সুরপতি, তারপর গণপতি ইত্যাদি...এবার আবার ছেলে হয়েছে কী নাম রাখব বুঝতে পারছি না: আপনি যদি একটু বলে দেন।—এবারটার নাম রাখেন ভগ্নীপতি, আরেকটা হইলে উপপতি—নেক্সট!

...বাবা-জ্যাঠা-পিসিদের বাবা-মাতাদের যৌনকালে কনডোম ফনডোম আইপিল বাইপিলের আবিষ্কার নেই বলে সন্তানসন্ততি ইউটরেন্টের কিউ-আপ পদ্ধতিতে পটাপট ডাউনলোড হয়েছে। বাপের ক্ষেত্রে প্রথমে বোন, আবার বোন, ভাই, বোন, বোন এবং নিজে এরপর সমাপ্তিতে আরেক বোন। বোন-অন্ত-প্রাণ। ইমোশন-টিমোশনে ভরপুর। আমার সাথে এক মিনিটের ফোনালাপের শেষের বাক্য তার অধিকাংশ সময়—পিসিকে (নোয়া) ফোন দিয়ো। দুঃস্বপ্নে এই পিসি গেল মরে। দুঃস্বপ্নের ঘোরে মন খারাপ হয় না, ভাঙলে হয়। এর মধ্যে আবার বাপের ফোন। মেজো পিসি হ্যাজ এক্সপায়ারড। টেলিগ্রামের ভাষায় তার বাক্য। স্বপ্নের মধ্যেই আমি ভাবতে শুরু করি: হোয়াই দ্য হেল হি হ্যাজ টকড টু মি ইন ইংলিশ? হোয়াই হ্যাজ হি? তার তো কান্নায় মিশে যাওয়ার কথা মাটিতে—এভাবে নির্বিকার ইংরেজি কেন? ঘুমটা ভাঙিয়ে ফেলি...তারপর জোর করে ঘুম থেকে উঠি জেগে।

পনেরো এক বিশ। এক পঁয়ত্রিশ রাত

আবার দুঃস্বপ্ন। এবার চুম্বনের। এবং...

দেখতেই হবে? এসব ফোর-কে ভিডিও কোয়ালিটির দুঃস্বপ্ন? দেখতেই হবে?

আর জড়িয়ে ধরে কাঁদা...এসব...

অপরাধ...এইসব...আমার হাতে ক্রিকেট বল ঘুরপাক খায়। বাউন্স করে...

আট দুই বিশ। তিন সাতচল্লিশ রাত

খ্যাট-খ্যাট করে বত্রিশ-বত্রিশ চৌষট্টি ওয়াটের এনার্জি সেইভার জ্বলে উঠলে আমার সতেরো ঘণ্টার অন্ধ চোখ দুটো অমলেট হয়ে গেলে চিৎকার করে আবার অন্ধকারে—পর্দা দুলে ওঠে কোনো বাতাস বা ভূতের আছর ছাড়াই—আটশ আটাশি দিনের শ্রেষ্ঠ অলসতা করে এখন আমি আমার ডান হাতের—যে হাত দিয়ে সাধারণত খাই আর হস্তমৈথুন করি—দুটো আঙুল খুঁজে পাই না—কোথাও খুঁজে পাই না—গতকালও বিকালে নিউমার্কেটে হাঁটতে-হাঁটতে আমার মনে হলো দুবছর আগের কোনো বিকালে হাঁটছি—অতীত থেকে আমি বেরোতে পারি না—সামটাইমস ইট'স হার্ডেস্ট অফ অল টু ফরগিভ সামওয়ান উই লাভ, কেউ বলেছিল—প্রতি একুশ থেকে তেইশ মিনিট পর আমার মনে হয় আগের বিশ বা বাইশ মিনিট আমি যা করলাম তা ভুল ছিল—পরিপূর্ণ অন্ধকারে ছাড়া কোনো মহৎ কবিতা লেখা হয় না তাই পৃথিবীতে কোনো মহৎ কবিতা নেই—আমি একজনকে চিনি যাকে তিনবার সাপে কেটেছে অথচ সে একবারও মরেনি—আমি তাকে বোঝাই দেশে মাত্র কয়েক প্রজাতির ডেডলি স্নেইক আছে তবু সাপে তার ভয় কাটে না—একবার অন্তত মরে গেলে মরার ভয় নিশ্চয়ই কমে যায়—আমার এখনই মরার তেমন ভয় নেই—বড়োজোর মরেই তো যাওয়া—শুনে আর একজন বলে ডাক্তারের কাছে আবার যাওয়ার সময় হলো—একজন বলেছিল কোনো দিন আমি কাঁচা মাংস ছানতে পারব না—আমি এখন প্রতিদিন রুটিন করে পায়খানা করার মতো রক্ত আর মাংস ছানি আর মাংস শুঁকি, বমি পায় তবু—সারা রাত জেগে থেকে আমি ধলেশ্বরী নদীর ওপারে গিয়ে কলাগাছের আড়ালে ঘুমিয়ে থাকি দুপুর পর্যন্ত—আমার জীবনে কেউ হস্তক্ষেপ করলে তার হাত কেটে ওই হাত দিয়ে টাটা-বাই-বাই বলে দেবো সবাইকে—ডান হাতের দুটো আঙুল না পেলে জুত করে মাস্টারবেশন করা যাবে না—ডিম না খেলে মানুষের যৌনতা পড়ে যায় এজন্য প্রচুর মুরগি প্রচুর ডিমত্যাগ করে—এই কয়েকটা বাক্যও আমি অন্ধকারে লিখতে পারিনি—আলোতে চোখ অমলেট মামলেট ইত্যাদি হয়ে যায়—সারা পৃথিবীতে করোনা-ফোবিয়া—করো না...কোরো না—খুব অশ্লীল কথা—কারিনা কাপুরের করোনা হলে সাইফ আলী খানদেরও হয়ে যাবে—বড়োলোক মরে যাচ্ছে—আমার সব গানেই দুঃখবোধ প্রবল—মধ্যবিত্ত সেন্টিমেন্ট—প্রেম একটা মধ্যবিত্ত ভাইরাস—"কেটে যায় গলে যায় সময়ের পিছল স্বভাব/আমার আকাশে তবু তারাদের বড্ড অভাব"—এইসব সেন্টিমেন্টে "স্বপ্ন বিকিয়ে দিয়ে শোনা হয় রাতজাগা গান/আমার পিপাসা তবু জানে না সব অভিমান"—এইসব আরও সেন্টিমেন্ট—মাথায় লম্বা হয় কবিতা আর তলপেটে পেচ্ছাপ—শেষ পর্যন্ত মূত্রচাপ জিতে গেলে মুতেই আসি—কয়েকঘণ্টা এক ফোঁটা পানি না খেয়েও এত মুত কীভাবে জমা হয় ভাবি আর শরীরে অক্সিজেনের অভাব বলে আমার শরীর আমি আর টের পাই না—বারবার ঠোঁট চেটেও নিজের ঠোঁট চিনতে পারি না—

আট দুই বিশ। ৩:৪৭ রাত

Em Am

তোমার কণ্ঠে কিছু শীত জমা হয়েছিল
আমার কণ্ঠে কিছু শীত জমা হয়েছিল

আমাদের উত্তাপ জীবনের ঘাম শুষে রোদ্দুর
কুয়াশার কাছে বিলি হয়ে-হয়ে গিয়েছিল

আমার কণ্ঠে কিছু শীত জমা হয়েছিল
তোমার কণ্ঠে কিছু শীত জমা হয়েছিল
(হামিং)

স্বপ্ন বিকিয়ে দিয়ে শোনা হয় রাতজাগা গান
আমার পিপাসা তবু জানে না সব অভিমান
কেটে যায়, গলে যায় সময়ের পিছল স্বভাব
আমার আকাশে তবু তারাদের বড্ড অভাব

একটা রংই আমার, আমি একটা রঙেই আঁকি আমার ঘর
ছড়িয়ে আছে স্মৃতির এ শহর

একটা ধ্বনি এখনও বেজে যায়
একটা সুর কিছুটা ভাষা পায়
দূরে...একটা নদী
দূরে...একটা পাহাড়
দূরে...একটা আকাশ
এখনও ডেকে নেয়

একটা রং একটা ছবি আঁকা
একটা মেঘ একটা মুখ দেখা

আমি একটা রঙেই আঁকি আমার ঘর
ছড়িয়ে আছে স্মৃতির এ শহর

কবে কোথায় নামে অন্ধকার
কবে কোথায় ভাঙে আলোর দ্বার
তবু আমার একটু অহংকার
দূরে...একটা নদী
দূরে...একটা পাহাড়
দূরে...একটা আকাশ হচ্ছি পারাপার

এগারো মার্চ বিশ। ভোর রাত ৫:৩৭

আমার হাতে বা তোমার হাতে—বা দুজনেরই—করোনার জীবাণু থাকতে পারে নিশ্চিতই—তবু একবার হলেও ধরে তোমার হাত ছেড়ে দেবো। আমি শপথ করছি যে সরকার, না দেশের আপা-মরমর জনগণ এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাকে দুঃশ্চিন্তায় ফেলব না আমি। তারপর আমি বাজারের যেকোনো সাধারণ সাবান দিয়ে অন্তত বিশ সেকেন্ড ধরে হাত ধুতেই থাকব। ধুতেই থাকব। তবু আমার সাবান স্লো কি না একবারও চিন্তা করব না। না, আর কিছু না, এটুকুই—তারপর আমার চৌদ্দ ফুটের বাইরে চলে যাব। প্লিইজ তুমিও করোনা-ইনস্ট্রাকশন মেনে চোলো। জানি তোমার সাবান আমার সাবানের চেয়ে ফাস্ট।

***

প্রথম পক্ষ। দ্বিতীয় পক্ষ। এবং তৃতীয় পক্ষ। এছাড়া চতুর্থ পঞ্চম পক্ষ।

২৯ মার্চ ২০২০। রাত ১২:৪২

নিরপেক্ষ জায়গা থেকে দেখলে—। কচুর নিরপেক্ষ। কেউ নিরপেক্ষ না। যতদূর জানা যায় ঈশ্বর ধনীদের পক্ষে। করোনা—করো না না—পৃথিবীকে—না, আবার ভুল হলো—পৃথিবীর মানুষদের করে দিচ্ছে। তাহলে অন্তত তিনটা পক্ষ এই ‘যুদ্ধে’—বালের যুদ্ধ, সবকিছুতে যুদ্ধ-যুদ্ধ মারাতে হবে কেন?—এক. করোনা নিজে (গালভরা নাম কোভিড-১৯), দ্বিতীয় পক্ষে মানুষ—(কোটি কোটি বিলিয়ন) আর আরেক পক্ষে ভৌত পৃথিবী (ক্ষুদ্র মানুষ বাদে সব—আকাশ, বাতাস, মাটি, জল, বৃক্ষ, গুল্ম, ক্রিপারস, পাথর, প্রবাল, শৈবাল, পশুদল, একাপশু, পাখিরা, একাপাখি, পোকা, মাছের ঝাঁক, একামাছ, মাইক্রোবস ইত্যাদি সব)।

মানুষ বাদে ভালো আছে সবাই, বড়ো আশা। ভালো আছে করোনা ভাইরাস। বেশ ভালো। লেটেস্ট ডাটা মিনিটে-মিনিটে বদলাচ্ছে। একটু গুগল করলেই—এই তো: সাতলক্ষ এগারো হাজার দুইশত চৌষট্টি রিপোর্টেড কেইস। মৃত্যু ৩৩,৫৬২। সুস্থ এক লাখ পঞ্চাশ হাজার আটশ পঁচিশ। মাইল্ড কেইস ৫০০,১৬৯—যেটা অ্যাক্টিভ

কেইস (৫২৬,৮৭৭)-এর পঁচানব্বই ভাগ। ক্রিটিকাল অবস্থায় ২৬,৭০৮ (৫%) যার অধিকাংশের বয়স পঁয়ষট্টির বেশি। সমস্ত মানুষের পৃথিবী যাকে বলে 'স্ট্যান্ডস্টিল'-এ আছে। 'অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি'র গল্প কেউ মারাচ্ছে না (ট্রাম্প বদমাইশটা বাদে)। চারদিকে 'মানবিক' বিপর্যয়। রেইসিস্ট ট্রাম্প একে 'কুংফু ভাইরাস' বলেছিল কারণ এটা চীনে প্রথম দেখা যায়—সেই চীন কী অসাধারণ সামলে নিয়েছে। অথবা তাদের গল্পটাও জানব আমরা পরে। 'ধর কাছা গেল খুলে' অবস্থা প্রধানত এখন যুক্তরাষ্ট্রে—মোট চৌদ্দ দিনের ব্যবধানে তারা করোনা-সংক্রমণে টপার। যুদ্ধে ফার্স্ট, বদমাইশিতে ফার্স্ট এখন করোনায় ফার্স্ট। আর ইউরোপের ইতালি আর স্পেইন।

কথা এগুলো না। কথা হচ্ছে এই 'মানবিক বিপর্যয়' ও 'অর্থনৈতিক বিপর্যয়'—যার জন্য আমাকে আপনাকেও মরতে হতে পারে, সে মরলাম, কিন্তু তাতে মানুষ বাদে ভৌত পৃথিবী কী দুর্দান্তই না আছে। একদম ফেস্টিভাল টাইম। দুই সপ্তাহ আগে আমি যখন এই নিয়ে ভাবা শুরু করি অস্থির লাগছিল কেউ কিছু বলছে না কেন এই বিষয়ে। কোনো নিউজ আসছিল না। শুধু বালের মানুষ-গল্প। তারপর আসতে শুরু হলো। লোকজন তো আর আমার মতো শুধু ভেবে ভেবে ভোর করে ফেলবে না, কথা বলতে ডাটা চাই তো! এখন প্রচুর তথ্য। প্রচুর গবেষণা হয়ে যাচ্ছে। ফসিল ফুয়েলের ব্যবহার ৬০% কমে গেছে। অ্যারেপ্লেইন নেই, গাড়ি নেই, কলকারখানা বন্ধ। ট্যুরিজম থেমে গেছে। নদীর পানি পরিষ্কার, আকাশ দূষণমুক্ত, মাটি কেমিকালমুক্ত। বৃক্ষনিধন করবে কে? পঞ্চাশ শতাংশ দূষণ কমে গেছে।

অন্য অনেক কিছুর মতো করোনাও মানুষ যখন 'জয়' করে ফেলবে তখন তারা হাঁপ ছাড়বে। বলবে আহ। নিঃশ্বাস নিচ্ছি! বাইরে বের হয়েছি। মানুষের পূর্ব প্রজন্ম তো বাইরে-বাইরেই কাটিয়েছে। এক লক্ষ বছর। তখন তাদের শরীরের গঠন তাই মজবুত ছিল। কৃষিজীবী হয়ে গৃহবাসী হয়ে তারা নিজেদের জন্য নুতুপুতুত্ব ঘটিয়েছে। তারা ঘরে থাকবে না—ওটা জিনোমে নেই। কিন্তু ভয়টা হলো নিঃশ্বাস নিয়ে পৃথিবীর গলা টিপে নিঃশ্বাস বন্ধ তারা এরপর বেশিদমে করবে। একটুও বুঝবে কি যে এই বিশ্বায়ন বাধিয়ে বিশ্ব উষ্ণায়ন মানুষই ঘটাচ্ছে? মানুষই পারে থামাতে সেটা। গন্ডার তো ঘটাচ্ছে না, গন্ডার সেটা থামাবেও না, সে দায়ই নেই তার।

কিছু কী-ওয়ার্ড [মনুষ্য কেন্দ্রিক]

সামাজিক দূরত্ব, শারীরিক দূরত্ব, হাঁচি-কাশি-শ্বাসকষ্ট, হ্যান্ড স্যানিটাইজার, মাস্ক, কোয়ারেন্টিন, সাবান (ধুতে থাকুন ধুতে থাকুন), নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য, ফু পান্ডা, আল্লার ওপর ছেড়ে দিলাম, আমরা প্রস্তুত, পর্যাপ্ত আছে, ও হ্যাঁ গুজব, টেস্টিং কিট, ভেন্টিলেটর, ডব্লিউ.এইচ.ও, পিপিই...

* * *

জীবনে কখনো আমি অন্য মানুষদের ফেইসবুকিং করতে উৎসাহিত করিনি। এখন করছি। তবু তোরা সুস্থ থাক। আবার তোরা মানুষ হ।

* * *

মানুষ হিসাবে সবচেয়ে যেটা চিন্তার—তিন বিলিয়ন মানুষের কাছে সাবান এবং পানির একসেস নেই।

* * *

নিও লিবারেল অর্থনীতির ড্যাশ মারা

* * *

মধ্যবিত্ত, উচ্চবিত্ত ঘরে বসে হাত ধুতে পারে কিন্তু যারা বইয়ের ভাষায় 'দিন আনে দিন খায়' তারা করবে কী!

* * *

ও হ্যাঁ, সেক্স নিয়ে কেউ তেমন কথা বলছে কি? ফেইসবুকে হয়তো বলছে: সেক্স ইন দ্য টাইম অফ করোনা! বেশি করে হস্তমৈথুন করুন বেশি করে সুস্থ থাকুন। ডব্লিউ.এইচ.ও. সাহেব এ ঘোষণা করে দেবেন। না-না চুমমুমু খাওয়া যাবে না। কোনো নীতিমালা নাই। নীতিমালা দিতে হবে—দিতে হবে।

কেউ-কেউ বলবে ইউরোপ, ম্যারিকাতে এইসব বেশি হবেই। যেখানে সেখানে ঘেষাঘেষি ঢলাঢলি প্রেমলীলা, রামো-রামো। এখন বোঝো! লাও ঠ্যালা!

* * *

বরিস জনসনের যদি হয় ট্রাম্পের কেন হয় না!

* * *

ভালো থেকো। এমনিতে বলার সুযোগ নেই তাই এখানে বলছি।

* * *

এখন এইটা একটা গল্প-গল্প লাগছে, না?
হুম একটা কীসের যেন গন্ধ! সে-ও এক ভাইরাস বটে!

৩০ মার্চ ২০২০। দুপুর ১:৩০

–কপালে গিটার পড়ে গেলে কী হয়?
–কী হয় মানে?
–কিছু হয় না? কেমন কথা হলো!
–কেমন আবার কী!
–আরে আশ্চর্য, এটা কি একটা সাইন না? মাথা নাড়িয়ো না, কেন হবে না? কত কিছু সাইন—হাত থেকে প্লেইট পড়ে গেল: সাইন; গলায় খাবার আটকে গেল: সাইন। আমাকে নাকি কেউ মনে করলে আমার গলায় খাবার আটকাবে। বাহ তাহা

হইলে দুই-একজন লোক আছে যাদের গলায় খাবার আটকে মরেই যেত অ্যাদ্দিনে, মনে করার ঠ্যালায়! উহু, যার কথা মনে করছ সে নয়। আমি ডোনাল্ড জে ট্রাম্পের কথা বলছি! হি! হি! আসলে ইউর গেস ওয়াজ রাইট। সে যাই হোক, হেগেও শান্তি নেই। ডাক্তার বলবে কী কালার? কীসের? স্টুলের (গুয়ের মেডিকেল-ভার্শন)। বলে কিনা সাইন। পরের দিন ভালো করে দেখে আসবেন। বলি কি: আমি কালার ব্লাইন্ড (আসলে মিথ্যা কথা, আমার রং-জ্ঞান বেশ ভালো)। তবে ছবি তুলে নিয়া আসবেন। পারলে সেলফি, উইথ মাই ওওন গু! সাইন!

গিটারলেলেটা আমার বিছানার দেয়ালে খাড়া থাকে। আমার অনেক কিছু শুয়ে গেছে, গিটারগুলো দাঁড়িয়ে। সেটা রাতদুপুরে আমার কপালের ওপর পড়ে গেল। মাঝ বরাবর পড়ল হেডস্টেকটা। ব্যথা পেলাম। কিন্তু শব্দ করি নাই—ব্যথা পেলেই শব্দ করতে হবে এমন কোনো কথা নেই। ধরে নিয়েছি এটা একটা সাইন। তুমি মানো আর নাই মানো।

এপ্রিল চার বিশ। ৪:৪০। ভোররাত

এইসব হাসি থেকে উৎসারিত ভালোবাসা
এইসব কান্না থেকে উৎপাদিত প্রেম
আমি নীল থেকে আলাদা করতে পারি অন্যান্য রং
আমি শব্দ থেকে মুছে নিয়ে আসতে পারি নীরবতা
দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরে যেতে আমার লাগে না পাখনাও
পড়ে যেতে থাকি পড়ে যাই
যৌনতার বোধ আমাকে আরো অসুস্থ করে ফেলে
কিছু মানুষ মরে যায় মরে যাবে
তারপরও বৈষম্য আর শোষণ নিয়ে একটা মোটা অভিসন্দর্ভ লেখার প্রয়োজনীয়তা মনে পড়ে
মানুষের বাইরে যারা তাদের জন্য প্রার্থনা করে ফেলতে ইচ্ছে করে তবু
ভালো হতো থাকলে তুমি এমন দাবি
আমি শুধু দুঃস্বপ্নের কিছুটা আগে করি
অথচ কাউকে সাপের ভয় থেকে মুক্তি দেওয়ার কোনো পরিকল্পনা ছিল না আমার
অথবা কাউকে বুকে ব্যথা উপহার দিয়ে আমার এমন কী উল্লাস
এখন মরে গেলে আমার শরীর নেবে না অ্যানাটমি বিভাগও ভয়ে
প্রতি রাতে প্রতি সন্ধ্যায় প্রতি ভোরে আমার ভয় হয়
হেরে যেতে হবে হাসি বা কান্না থেকে প্রেম উৎসারিত-উৎপাদিত হলে
কাউকে বলে যাব না কীসব ছবি নিয়ে আমি মরে গেছি—সবাই
কিছু না কিছু নিজস্ব ছবি নিয়েই মরে যায়